ক্রমিক নং-

তারিখ ঃ

পর্যায় ঃ

পাসপোর্ট সাইজ ছবি ১কপি

২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারী জলমহাল (পুকুর) বন্দোবস্ত ইজারার আবেদন/দরপত্র

০১। আবেদনকারী মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি এর নাম ও ঠিকানা ঃ

০২। যে সরকারী জলমহালের জন্য বন্দোবস্ত/ইজারার আবেদন করা হয়েছে সে জলমহালের নাম ঃ

০৩। জলমহালের বিবরণ ঃ তফসিল-

জেলা-রাজশাহী, থানা/উপজেলা-তানোর, মৌজা-.....জেএল নং-.....

আর,এস খতিয়ান নং-	আর,এস দাগ নং-	রকম	পরিমান
০১		পুকুর	

০৪। সংগঠন/সমিতিটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ ঃ

(রেজিস্ট্রেশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র সংযুক্ত করতে হবে)

০৫। সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্র ঃ সংযুক্ত হ্যাঁ □ না □

০৬। নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ) এবং সভার কার্যবিবরণী ঃ

সংযুক্ত হ্যাঁ □ না □

০৭। সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাচিত নির্বাহী /কার্যকরী কমিটির তালিকা (ঠিকানাসহ) ঃ

সংযুক্ত হ্যাঁ □ না □

০৮। জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রুপরেখা ঃ

সংযুক্ত হ্যাঁ □ না □

০৯। ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট ঃ

১০। অডিট রিপোর্ট(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

১১। টি.আই.এন নম্বর (যদি থাকে) ঃ

(উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র সংযোজন করতে হবে)

১২। ইতোপুর্বে জলমহাল বন্দোবস্ত নিয়েছে কি না, নিয়ে থাকলে কোন রাজস্ব বকেয়া আছে কিনা ঃ

১৩। আবেদনকারী সংগঠন/সমিতির নামে সার্টিফিকেট মামলা /অন্য কোন আদালতে মামলা আছে কিনা,

মামলা থাকলে বর্তমান অবস্থা কি ঃ

১৪। পুকুরটি সর্বশেষ ইজারার মেয়াদ ঃ

১৫। আবেদন ফি(অফেরৎ যোগ্য) ঃ ৫০০/-টাকা। রশিদ নং-.....তারিখঃ.....

১৬। ২০% জামানত (সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুয়ায়ী) ঃ

পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নং-.....তারিখ ঃ.....

(উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তানোর, রাজশাহী বরাবরে তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংযুক্ত করতে হবে)।

উপরোক্ত বর্ণনা সঠিক ও সত্য। কোন তথ্য ভুল বা মিথ্যা প্রমানিত হলে আমাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। জলমাহলটি আমাদের অনুকূলে **১ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ হতে ৩০ চৈত্র ১৪৩৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত** বন্দোবস্ত প্রাদনের অনুরোধ করছি।

সংযুক্তি ঃ.....ফর্দ। তারিখ ঃ.....

আবেদনকারীর নাম স্বাক্ষর ও সীল

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহবায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
তানোর, রাজশাহী

দরপত্র ফরম

১। জেলার নাম ঃ রাজশাহী।

২। উপজেলার নাম ঃ তানোর।

৩। নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির নাম

ঃ.....

৪। জলমহালের নাম/খতিয়ান নম্বর ও দাগ নম্বর

ঃ.....

৫। জলমহালের অবস্থান

ঃ.....

তালিকার ক্রমিক নং	ইউনিয়ন ভুমি অফিসের নাম	মৌজা	জেএল নং	দাগ নং	পরিমাণ (আয়তন)	মন্তব্য

৬। জলমহালের ইজারা সময় কাল **ঃ ১ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ হতে ৩০ চৈত্র ১৪৩৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত**

৭। ইজারার মোট মূল্য (তিন বছরের জন্য) ঃ .....টাকা
(কথায়).....

৮। জামানতের পরিমাণ ঃ.....টাকা
(কথায়).....

৯। বিডি/পে-অর্ডার নম্বর ঃ .....তারিখ ঃ.....ব্যাংকের নাম ঃ.....
.....

দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও পদবী (সীলসহ)

গ্রাম ঃ .....

ডাকঘরঃ.....

উপজেলাঃ.....

জেলাঃ.....

মোবাইল নং-

শর্তাবলী ঃ

০১. **সকল সরকারী খাস বদ্ধ জলমহাল (পুকুর) ০৩(তিন) বছর মেয়াদে/ অস্থায়ীভাবে ইজারা প্রদান করা হবে।**

০২. সরকারী মূল্যের চাইতে কম মূল্যে ইজারা দেয়া হবে না। আবেদন পত্র নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দাখিল করতে হবে।

০৩. সমবায় অধিদপ্তর বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি আবেদন করতে পারবে।

০৪. জলাশয়ের তীরবর্তী বা নিকটবর্তী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী/অন্যান্য সমিতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

০৫. আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী/অন্যান্য সমিতিকে জেলা প্রশাসক, রাজশাহী মহোদয়ের কার্যালয়/নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়/উপজেলা ভূমি অফিস, তানোর হতে ক্রয়কৃত নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে সমিতির নির্বাচিত কমিটি গঠনতন্ত্রের কপি ব্যাংক এ্যাকাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও আবেদনকারীর সত্যায়িত ছবি ০১ (এক) কপি সংযোজন করতে হবে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সমিতি ০৩ (তিন) বছর মেয়াদি লীজ নেওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পন্ন থাকলে তা বাতিল বলে গন্য হবে।

০৬. আবেদনকারী মৎস্যজীবী সমিতির মধ্যে এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। প্রকৃত মৎস্যজীবী বলতে যিনি **প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ শিকার ও বিক্রয় করে প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করেন** । এ ছাড়া আবেদনকারী মৎস্যজীবী সমিতি যে গুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র আবেদন পত্রের সাথে দাখিলসহ বিগত ২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

০৭. **আবেদনকারীকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তানোর, রাজশাহীর অনুকূলে বাংলা ১৪৩৩-১৪৩৫ সন মেয়াদে তিন বছরের মোট ইজারা মূল্যের ২০% অর্থ জামানত বাবদ সোনালী ব্যাংক/অগ্রণী ব্যাংক/জনতা ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আবেদন পত্রের সাথে দাখিল করতে হবে এবং বিডি এর সাথে ১০/-(দশ) টাকার রাজস্ব টিকিট (বিডি কালেকশন ফিস) জমা দিতে হবে। উক্ত জামানতের অর্থ ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে (জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ এর ৪এর (জ) ধারা)।**

০৮. ইজারার জন্য প্রয়োজনীয় সনদপত্রের ফটোকপি, সনদ প্রদানকারী বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

০৯. আবেদনপত্র অনুমোদন হওয়ার পর অনুমোদিত পুকুরের ইজারা গ্রহীতাদের অনুকূলে আলাদাভাবে পত্র জারি করা হবে ও অনুমোদিত সমিতির তালিকা এ অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো হবে। উক্ত পত্রে ও নোটিশে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভ্যাট আয়কর সহ ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামানত বাজেয়াপ্ত সহ ইজারা বাতিল করে পুনঃ ইজারা প্রদান করা হবে।

১০. **ইজারার অর্থ আদায়ের পর এবং প্রস্তাবিত ইজারা মেয়াদ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ইজারাদাতাকে নিজ উদ্যোগে, নিজ খরচে নির্ধারিত ফরমে (ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল মোতাবেক) ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়ান স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় জলমহালের দখল হস্তান্তর করা হবে না।**

১১. ইজারা গ্রহীতা জলমহালের আয়তন হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারবে না। কেউ যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা বে-দখল করতে না পারে তা ইজারা গ্রহীতা নিশ্চিত করবেন।

১২. **মৎস্য সংক্রান্ত আইন ইজারা গ্রহীতাকে মেনে চলতে হবে।**

১৩. **ইজারা গ্রহীতা কোন জলাশয় সাব-লীজ অথবা অন্যকোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি উক্তরূপ কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয় বা প্রমাণিত হয় তবে ইজারা বাতিল করে জলাশয় (পুকুর) পুনঃ ইজারা প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে ঐ ইজারা গ্রহীতা/সমিতি পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে আবেদন করতে পারবে না এবং এ ক্ষেত্রে কোন ধরণের ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না।**

১৪. ইজারা গ্রহীতা জলাশয়ের সীমারেখা বজায় রাখবেন। জলাশয়ের পাড়ে কোন বৃক্ষ থাকলে তা কর্তন করতে পারবেন না। তিনি নিজ দায়িত্বে ইজারাকৃত জলাশয়ের সরকারী সম্পত্তি সংরক্ষণ করবেন।

১৫. ইজারা গ্রহীতা জলাশয়ের পার্শ্বে বা ভিতরে কোন অবকাঠামো নির্মান করতে পারবেন না।

১৬. **ইজারা গ্রহীতাকে সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারী আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে হবে। ইজারা প্রদানকৃত জলাশয়ে সরকারী ভাবে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।**

১৭. ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে ৩০(ত্রিশ) দিনের নোটিশ প্রদান করে ইজারা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।

১৮. ইজারা গ্রহীতা উর্দ্ধতন সরকারী কর্মকর্তা, জলাশয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যে কোন সময়ে জলমহালের পরিদর্শনের সুযোগ দিতে ও পরিদর্শন কাজে সহায়তা করতে বাধ্য থাকবেন।

১৯. বছরের যে কোন সময়েই ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ১ বৈশাখ ১৪৩৩ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে(**জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯ এর ১১ ধারা)।**

২০. যে কোন আবেদন পত্র গ্রহণ বা বাতিল বা অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সংরক্ষণ করেন।

২১. কোনক্রমেই কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও মৎস্যজীবী সমিতিকে ২(দুই) টির অধিক জলাশয় ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না। কোন সমিতি ০২(দুই) টি'র অধিক জলমহাল ইজারা গ্রহণ করে থাকলে, প্রমাণ সাপেক্ষে তার ইজারা বাতিল করা হবে এবং এ জন্য তিনি কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।

২২. **পুকুর ইজারা গ্রহনের পূর্বেই বাস্তব অবস্থা জেনে শুনেই ইজারায় অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্যাথায় পরবর্তীতে কোনরূপ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবেনা।**

২৩. **কোন ক্রমেই সাব লীজ দেয়া যাবে না।**

২৪. সরকারি জলমহাল/পুকুরের পূর্বের বকেয়া রেখে পুনরায় ইজারা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে না। কোন সমিতি/সংগঠন সরকারি পাওনা বকেয়া রেখে ইজারা গ্রহণ করলে প্রমাণ সাপেক্ষে তার ইজারা বাতিল করা হবে এবং জমাকৃত সমুদয় অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

২৫. **খামের উপর অবশ্যই পুকুরের খতিয়ান (মৌজা, দাগ নম্বর ও পরিমান) উল্লেখ করতে হবে ।**

২৬. যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ ইজারা দেয়া হবে, সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। অর্থাৎ কোন পাবলিক ইজমেন্ট ক্ষুন্ন করা যাবে না ।

২৭. তবে শর্ত থাকে যে, তালিকাভূক্ত পুকুর/জলমহাল নিয়ে কোন আইনি জটিলতা বা ব্যক্তি বিশেষের দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত কোন আবেদন থেকে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট পুকুর/জলমহালের কোন দরপত্র দাখিল হয়ে থাকলে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ প্রয়োজনীয় তদন্ত ও যাচাই-বাছাই অন্তে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

২৮. যে কোন আবেদন পত্র গ্রহণ বা বাতিল বা অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সংরক্ষণ করেন।

০৪/০১/২০২৬

(নাঈমা খান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহবায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
তানোর, রাজশাহী
টেলিফোন-০২৪৭৮৫১০০২
Email: unotanore@mopa.gov.bd